

### আওয়ামী লীগ আমলের শিক্ষানীতি বাতিল

যুগান্তর বিশেষাঙ্ক  
শিক্ষানীতি বাতিলের বিষয়ে - একই  
সময় চাপ করা হয়েছে।  
বাতিল : প্রায় ১০ হাজার টাক

### বাতিল : শিক্ষানীতি (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রশাসনের উন্নয়ন শিক্ষা কমিশনের প্রধানের  
প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। গত  
সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী  
বেগম ফারোজা জিয়ার সভাপতিত্বে নিয়মিত  
বৈঠকে এই অনুমোদন দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট  
সূত্রে জানা গেছে, বিগত সরকারের  
শিক্ষানীতিতে শিক্ষার আয়তন পরিবর্তনসহ  
৩ বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক  
চালু ও জন্য নির্দমন বাধ্যতামূলক করা  
হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা দ্বাদশ পর্যন্ত করা হয়।  
যে কারণে উচ্চ বিদ্যালয়কে দ্বাদশ শ্রেণী  
খোলার ব্যবস্থা করা হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ে  
শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনটি গুণ চালু করার  
পরিচালনা নেয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে  
সাধারণ মানদণ্ড ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা। এই  
শিক্ষানীতির জন্য ব্যয় প্রাক্কলন করা  
হয়েছিল ৩০ হাজার কোটি টাকা।  
গত সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভায় বিগত সরকারের  
তৈরি শিক্ষানীতি গ্রহণ করা বা না করার  
ব্যাপারে প্রধান উপস্থাপন করা হলে না  
তোটে শিক্ষানীতি বাতিল করে দেয়া হয়।  
জানা গেছে, শিক্ষামন্ত্রী বৈঠকে শিক্ষা  
কমিশনের প্রধানের পরিবর্তে উচ্চকমতাসম্পন্ন  
কমিটি প্রধানের প্রস্তাব দেন। এ ব্যাপারে  
শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি হচ্ছে- কমিশনের  
কার্যক্রম বড় বেশি দেরি হয়। কিন্তু কমিটি  
পূর্ন কয়েক বেশি দেরি হবে না। বৈঠকে  
একই মতের বিদ্যবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা  
সম্পর্কিত সমন্বিত নীতিগতভাবে অনুমোদন  
করা হয়। ৪০ একর কমিটি ওপর এই  
বিদ্যবিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় হবে প্রায় ১০০  
কোটি টাকা।  
২০০২-০৩-একাদিক সূত্রে জানা গেছে,  
একজন মিনিমাম মন্ত্রী সেম-বাইমীর  
কার্যক্রম ও প্রতিবন্ধ নিয়ম আবেদন প্রসঙ্গ  
উল্লেখ করলে প্রধানমন্ত্রী আকোচনা নাকচ  
করে দেন।